বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের বিকল্প নেই

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

উন্নয়ন

২০১৭ সালে জাতিসংঘ কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং-ইউএনডিপির তিনটি সূচক মাথাপিছু আয় (জিএনআই), অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা এবং মানব উন্নয়নের গণ্ডি পার হয়ে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে ওঠার পরীক্ষায় পাস করে। নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ুর বৈরী প্রভাব নিরসন এবং অন্য অনেক ইস্যুতে বাংলাদেশের সরকারপ্রধান বিশ্বনেতৃত্বে একজন উল্লেখযোগ্য সদস্য। আঞ্চলিক মোড়লি শক্তিগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পেরেছে বাংলাদেশ নেতৃত্ব

বড় দুটি দলের একটি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি অংশগ্রহণ না করায় ৭ জানুয়ারি সাধারণ নির্বাচন সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারছে না। তবে বুদ্ধিমত্তায় সৃষ্ট স্বতন্ত্রদের স্বরাজ দেওয়ার ফলে নির্বাচন প্রতিযোগিতামূলক হচ্ছে। আওয়ামী লীগ ছাড়া আরও ২৬টি দল অংশগ্রহণ করলেও নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হলো কিনা, তা নির্ভর করবে ভোটার উপস্থিতির শতকরা হার বিবেচনায়। সাধারণ নির্বাচনে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পড়া বাংলাদেশে দস্তুর। সে আলোকেই নির্বাচনের অংশগ্রহণমূলকতা নির্ধারিত হয়। উদ্যোগ আয়োজন, সংগত বক্তব্য এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ নির্বাচন করার স্বাক্ষর রাখছে। দেশ-বিদেশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ফলে এ নির্বাচনে কারচুপি করা কঠিন হবে। আর তা করা হলেও হজম করা কঠিন। বিএনপি নির্বাচনে না এসে সম্ভবত আবারও অপরিপক্কতার পরিচয় দিয়েছে। এখন আর কোনো ঝামেলায় না গিয়ে ভবিষ্যতের জন্য পুঁজি সঞ্চয় করে আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পথচলায় চিন্তা-চেতনা, কলাকৌশল ঠিক করতে হবে তাদের। তবে যদি ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে ৪০ শতাংশের কম ভোট পড়ে, তাহলে আরেকটি নির্বাচন বেশি দূরে নাও থাকতে পারে।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হবে। অর্থাৎ 'এ' টিম সরকার গঠন করবে এবং ভোটকেন্দ্রে ভোটার টানতে সাহায্যকারী 'বি' টিম বিরোধী দলে বসবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওয়েস্টমিনস্টার ধরনের সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। সে পথে ছায়া মন্ত্রিসভা, বিরোধী দলের সম্মান ও ক্ষমতা, উইনার টেক অলের প্রভাব কমিয়ে সর্বজনীন শাসন ব্যবস্থার দিকে যেতে পারার চিন্তা বোধ হয় আওয়ামী লীগকে করতেই হবে। এক ব্যক্তি এক পদে বিশ্বাসী জাতির পিতার পথ অনুসরণ করা দরকার। রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সংস্কার জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রাদেশিক ব্যবস্থা এবং দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট সংসদ হোক বা না হোক, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোটার ভিত্তি অবশ্যই বাড়াতে হবে। আপাতত সব মেয়র, কাউন্সিলর, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। সংবিধানের ৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ সহজতর করা উচিত। সংসদীয় কমিটিগুলো দ্রুত গঠন এবং বিরোধী দলের সভাপতিত্বসহ প্রতিনিধিত্ব প্রতুল থাকা ভালো হবে। সাংবিধানিক পদগুলোয় থাকা ব্যক্তিরা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সংসদীয় কমিটির জবাবদিহিতে থাকবেন। তাড়াহুড়া না করে একটি সংস্কার কমিশন গঠন করা জরুরি। তবে চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে সরকারের বাইরে অবস্থানকারী বিজ্ঞজনকে সম্পৃক্ত করা বিশ্বাসযোগ্যতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে।

রাজস্ব আদায় বাড়ানো ছাড়া আর্থসামাজিক অগ্রগতি সাধনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি সম্ভব নয়। প্রতিবেশী দেশ ভারতের অনুরূপ জনপ্রতিনিধি সমাহারে আমলাদের বাইরে একটি কমিশন গঠন করে ইনকাম ট্যাক্সের ঔপনিবেশিক কলকবজা পরিবর্তন করতে হবে। আগামী পাঁচ বছরে ট্যাক্স-জিডিপি অনুপাত ১৫ শতাংশ এবং বিনিয়োগ-জিডিপির অনুপাত ৪০ শতাংশের কাছাকাছি নিতে না পারলে বাংলাদেশ ২০৩৩ সালে বিশ্বের ২৩তম এবং ২০৩৮ সালে বিশ্বের ২০তম বৃহৎ অর্থনীতি কীভাবে হবে?

ওয়াশিংটনের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি ইনস্টিটিউট ২০০৪ সাল থেকে বাংলাদেশের মুদ্রা পাচারের যে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রকাশ করছে, তাতে বছরে গড়ে ৭০০ কোটি মার্কিন ডলারের কম-বেশি প্রতিবছর বাইরে চলে যাচ্ছে। এটির সঙ্গে অবশ্যই ঋণ খেলাপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কর ফাঁকিবাজরা, ঋণ পরিশোধ না করা ব্যক্তি, বাজারে সিন্ডিকেট গড়ে অতিরিক্ত মুনাফাখোরসহ সব মধ্যস্বত্বভোগী দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিমিত গতি কমিয়ে এবং আয় সম্পদ ও সুযোগ বৈষম্য সৃষ্টি করে প্রবৃদ্ধিকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রার উন্নয়নে পৌঁছতে দিচ্ছে না। এসব বিষয়ে জবরদস্তি না করেও সমাধানের নজির আছে। দৃঢ়হস্তে এসব দমন করতে হবে। সমবায় ব্যবস্থায় জাতির পিতা আস্থা রাখতেন; এটিকে দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১২ দশমিক ৫ শতাংশ দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এটি সহনীয় নয়। গণখাতে মজুত বাড়িয়ে, মুক্তবাজারে কম দামে বিক্রি করে মজুতদারদের তাদের মালপত্র বিক্রি করতে বাধ্য করা যায়।

সরকারি ব্যয়ে অর্থায়িত সব প্রকল্পের ফ্রি ফিজিবিলিটি বাধ্যতামূলক করা জরুরি। বাস্তবায়নে জবাবদিহি থাকলে বছল আলোচিত ব্যয়বহুলতা অবশ্যই কমানো যাবে। সরকারপ্রধানের আস্থাভাজন একজন অর্থনীতিবিদ, একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন আইসিটি বিশেষজ্ঞ এবং একজন সমাজবিজ্ঞানী সমাহারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদলে শক্তিমান ইকোনমিক অ্যাডভাইজার্স কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিতে জরিমানা আরোপ করতে হবে। কোনো কেনাকাটা

অতিরিক্ত দামে না করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

রিজার্ভ কমে গেলেও এখনও বেশ সবল এবং সুস্থ অবস্থায় আছি আমরা। তবে বহুবিধ বিনিময় হার বর্জন করে একীভূত বাস্তবধর্মী বিনিময় হার নির্ধারণ করা হলে (যাতে রেমিট্যান্স প্রেরণকারীরা প্রত্যক্ষভাবে নিজ হাতে বেশি টাকা পাবেন; মধ্যস্বত্বভোগীরা প্রণোদনার ২ দশমিক ৫ শতাংশের অধিকাংশ পকেটস্থ করে বলেই বিশ্বাস) দেড় কোটি বাংলাদেশি প্রবাসী আয়কারী ২ দশমিক ৩ কোটি ডলার (ফিলিপাইনের ৪০ লাখ প্রবাসী আয়কারী ৪ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়ে থাকে) না পাঠিয়ে অনেক বেশি রেমিট্যান্স পাঠাবেন। তবে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানো সর্বজনীন করা জরুরি। দূতাবাসগুলো তাদের স্বার্থ রক্ষায় যেন তৎপর হয় এবং রেমিট্যান্স পাঠানো ও উপকারভোগীদের হাতে পৌঁছানো যেন দ্রুতগতি ও হয়রানিমুক্ত হয়। আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থনীতির ৮০ শতাংশ (আবুল মাল আবদুল মুহিত অথবা সদরুল আমিন লতিফুর রেজা) মূলধারায় আনার কৌশল আমাদের জানা। তা প্রয়োগ করতে হবে।

৫২ বছরে বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে হৃদয় উষ্ণ করা। ৪৩ বছরের গড় আয়ু এখন ৭৩ বছর। ৮৫ মার্কিন ডলারের মাথাপিছু আয় হয়েছে ২৮শ ডলার। সর্বজননিন্দিত বিসিগ্রার-জনসনের তলাবিহীন ঝুড়ি এবং বাংলাদেশের সুহৃদ বলে খ্যাত হিউই ফ্যালান্ড-রিচার্ড পার্কিনসনের টেষ্ট কেস– 'ইফ ডেভেলপমেন্ট কুড বি মেড সাকসেসফুল ইন বাংলাদেশ, দেয়ার কান বি লিটল ডাউট দ্যাট ইট কুড বি মেড টু সাকসিড অ্যানিহয়ার এলস' ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ অসার প্রমাণিত হয়েছে। গড়ে উঠেছে দৃষ্টিনন্দন অবকাঠামো; বাংলাদেশ হয়েছে অনুন্নত থেকে স্বল্পোন্নত এবং স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশ। তাই সারা পৃথিবীর সপ্রশংস দৃষ্টিতে রয়েছে বাংলাদেশ।

১২-১৩ বছর আগে নোবেলজয়ী প্রফেসর অমর্ত্য সেন কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের সেমিনারে বলেছিলেন, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ভারতের অর্ধেক হলেও সামাজিক অগ্রগতিতে দেশটি দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে। এখন অবশ্য পাকিস্তান এবং ভারতের মাথাপিছু আয়কে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ।

২০০৮ সাল থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ অবকাঠামো, শিক্ষার হার (মান সম্পর্কে প্রশ্ন আছে), মানসম্পন্ন পয়ঃনিষ্কাশন, ধান-চাল, মাছ, ইলিশ, আলু উৎপাদনে বড় ধরনের অগ্রগতি আসে। ঘটে হৃদয় উষ্ণ করা সামাজিক আয় প্রবৃদ্ধি। ২০১৭ সালে জাতিসংঘ কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং-ইউএনডিপির তিনটি সূচক মাথাপিছু আয় (জিএনআই), অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা এবং মানব উন্নয়নের গণ্ডি পার হয়ে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে ওঠার পরীক্ষা পাস করে। নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ুর বৈরী প্রভাব নিরসন এবং অন্য অনেক ইস্যুতে বাংলাদেশের সরকারপ্রধান বিশ্বনেতৃত্বে একজন উল্লেখযোগ্য সদস্য। আঞ্চলিক মোড়লি শক্তিগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে পেরেছে বাংলাদেশ নেতৃত্ব। নিজ অর্থে পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল ইত্যাকার প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ দেশের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

এসব উন্নতি ধরে রাখতে হলে রোববারের নির্বাচন নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের কোনো বিকল্প নেই। নির্বাচন-পরবর্তী বিজয়ী আওয়ামী লীগের আচরণও হতে হবে গ্রহণযোগ্য।

■ ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন: অর্থনীতিবিদ; বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর